হিন্দোলা

হিন্দোলা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন
প্রণীত

মূল্য আট আনা

প্রকাশক
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ,
৯০, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র

পরমশ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদুত্তম

ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, এ ; এল্, এল, ডি ;

করকমলেষু—

আজ দোলপূর্ণিমা ; আপনার হৃদয়াবগুণ্ঠিতা মানসী কাব্য-সুন্দরীর নিত্য হিন্দোলোৎসবে, অনুরাগ আবীরসহ এই বসন্ত-উপহার পাঠাইলাম।

এলাহাবাদ। ভবদীয় গুণমুগ্ধ ভক্ত

দোলপূর্ণিমা, ১৩২০। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

প্রকাশকের নিবেদন

মুদ্রণ ও প্রকাশকার্য্যের যাহা কিছু ত্রুটি তাহা প্রকাশকের, গ্রন্থকার দূরাবস্থানহেতু কিছুই দেখিবার স্থযোগ পান নাই। এইজন্য বহুযত্ন সত্ত্বেও অক্ষমতা-প্রযুক্ত যে দুই চারিটি ভুল রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য প্রকাশকই দায়ী। বঙ্গীয় কাব্যসাগর-সঙ্গমে কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্রোতস্বিনী আসিয়া মিলিত হইতেছে; প্রকাশক আর একটি নূতন ধারাকে সেইখানে আনিয়া সম্মিলিত করিলেন,—তাহারই মঙ্গলাচরণকল্পে শঙ্খস্বনানন্তর তাঁহার নিবেদন সমাপ্ত হইল।

সূচী

হিন্দোলা

বাসন্তিকা

মোহন যামিনী মোহিনী কামিনী চন্দ্রমা মাধুরী হাসে,
স্ফুরিত বসন্তে কুসুম-ফুটন্তে শোভন চারু বিকাশে,
মাধবীকুঞ্জে মালতীপুঞ্জে গুঞ্জরিছে অলি-পাঁতি,
ওই শুন বিজনে মোদিত কূজনে কোয়েল মধুমদে মাতি',
পুলক-বিকম্পিত হৃদয়-তরঙ্গিত কল্লোলিনী জলধারে
ঝকমকি' ঝলকে, চমকে ছলকে, তরল প্রভাময়ী হারে।
নবীন বসন্তে হৃদয়-তুরন্তে বিলসিত মানস-ভাতি,
প্রকৃতির ঈপ্সিত জগজনপূজিত আইস মধুমদে মাতি।

আমার মালা

হৃদি-বনে চয়ন করিয়া
এক রাশি ক্ষুদ্র বনফুল,
ধুয়ে তাহা নয়নের লোরে,
গাঁথি' তাহা হৃদয়ের ডোরে,
সাজায়েছি এক গাছি মালা—
কোথায় কোথায় অলিকুল!

এ নহে রে লাজুক মল্লিকা
অস্ফুট প্রেমের ছায়া-ছবি,
এ নহে রে গর্ব্বিত গোলাপ
ফুলকুলে সৌরভের রবি ;
এ নহে রে হসিত করবী
অতি উগ্র প্রণয়ে আকুল,
এ স্বধু রে কালিমা-জড়িত
ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র বনফুল।

যেখানে ফুটেছে এরা বহেনি তথায়
মধুর মলয়,
প্রভাতি শিশির-কণা উষার ছায়ায়
রচেনি এদের কোলে মকুতা-বলয়।
শ্যামল নীরদরাশি অধরে বিজলী-হাসি
ধোয় নাই এদের কালিমা,
দোয়েল পাপিয়া পিক কূজে নাই চারিদিক্
গাহিয়া অম্বর-কণ্ঠে এদের মহিমা!

এরা শুধু ফুটিয়াছে
প্রাণের গভীর রাতে,
হৃদয়ের গভীর নিঃশ্বাসে ;
ক্ষণিক শিশির নহে,
টল টল অশ্রুজল
এদের বদনে সদা ভাসে।
নিঃশ্বাস-বাতাস লেগে
ঊর্ম্মি যত উঠে জেগে
হৃদয়ের শোণিতের স্রোতে,-
ধমনীর তালে তালে
ধায় যত ঢেউ গুলি
মরিতে এদের চরণেতে।
কি ঘোর ঝঙ্কার দিয়ে
স্মৃতির বাঁশরী বাজে
হৃদিবন করিয়া আকুল—
যেন কি মন্ত্রের গুণে
জাগিয়া উঠে গো এরা
ফুটিয়া উঠে গো বনফুল !

বীণা

ভগ্ন গৃহে ধূলি-মাখা বীণাখানি হায়,
পড়ে' আছে এক পাশে—খোল্‌টি রঙ্গীন,
কীটদষ্ট শত স্থানে, ফেল্‌ ফেল্‌ চায়,
অনাদরে হতাদরে সহিছে দুর্দ্দিন।
হে বীণা, যাহার করে ললিত সুস্বরে
করিতে লো কুহকিনি, কত আলাপন,
সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে লহরে লহরে
রচিতে এ খোড়ো ঘরে নন্দন-কানন,—
সে করের স্পর্শ-স্মৃতি জাগে কি জীবনে,
আলোড়ি' কাঠের দেহ শিরায় শিরায়—
শিশু যথা মাতৃস্তন নেহারি' স্বপনে
কল্পিত-অমৃত-পানে অধর কাঁপায়?
হেমন্তে বাসন্তী পিক দেখে কি দেয়ালা?—
উচ্ছ্বসিছে কুহুতান—দিগন্ত উজালা!

অন্তর-দেবতা

কি বুঝাতে বক্ষোপরি রাখিয়াছ হাতখানি ?
প্রবেশ নিষেধ হেথা বুঝাতে কি এই কথা
রাখিয়াছ বক্ষোপরি সুকুমার হাতখানি ?
তুষার-আবৃত-শির হৈমকূট সারি সারি
নয়নে ঝলসি' লাগে, মোহ ভয় হৃদে জাগে,
লঙ্ঘন-প্রয়াস তরে আমি কি গো অধিকারী ?
বহু কষ্ট বহি' মাথে, চলি' কণ্টকিত পথে,
এ তীর্থ দেখিব বলি' গৃহ ত্যজি' আসিয়াছি।

মোরে ফিরাওনা আর, চাহ দৃষ্টি করুণার—
দৌবারিক, খোল' দ্বার, শ্রীচরণে তব যাচি।
কোমলেও কঠিনতা এত কি গো থাকে!
হ'ত যদি লৌহ-দ্বার, করিতাম চূরমার,
ভুজবলে প্রবেশিয়া হেরিতাম চাই যা'কে।
হেরিতাম সীমা মাঝে বাঁধা কোথা সীমাহীন,
হেরিতাম কোথা বাঁধা সুকোমলে সুকঠিন।
শিলাময় শৈলনাথে পুষ্প-অর্ঘ্যে পূজিলে রে
সে ও তো গলিয়া যায় ভকতে করুণা করে'!
পুষ্পস্তর সরাইয়ে চাই রে দেখিতে আমি,
গঠিত কি উপাদানে আমার আরাধ্য স্বামী।
তুলে' লও হাতখানি, ভারেতে পীড়িত বক্ষ,
দাও সে সুবর্ণ-চাবি, স্বহস্তে খুলিব কক্ষ।
হৃদয়ের আরাধনা যার কাছে ভস্মস্তূপ
নয়ন নগন করি' হেরিব সে দেব-রূপ।
তাহার প্রীতির মন্ত্র শিখিব তাহারি কাছে,—
সফল সাধনা সে কি আমার কপালে আছে?

মরণ

হেথায়, না ফুরাতে মালা-গাঁথা ফুল যায় ঝরিয়া,
মধুমাস না ফুরাতে যায় পিক মরিয়া,
রাকা-শশী না উঠিতে রাহু তার পিছে ধায়,
উৎসব না ফুরা'তে দীপ সব নিবে যায়,
ডুবে' যায় জলধনু পলকে মেঘের থরে,
দলকে দামিনী হাসে—সেও হায় যায় মরে',
যায় চলে, সুখ আশা, কত সাধ ভালবাসা,
শিশুর স্বপন সম শারদ-জোছনা-রাতে,
প্রভাতে শিশির যথা কনক চাঁপার পাতে ;
বনের বিহগ পিছে হের ওই ব্যাধ ধায়,
অরুণ-প্রতিভা কবি তরুণেই মরে' যায়।

নিশীথে নদীতীরে

আজি নদীতীরে ধীরে ধীরে কে সে গায়,
ক্ষীণ অফুটন্ত কোরকের গন্ধ প্রায়!
যেন রে সরমের শাসনেতে ত্রাসিত—
অতি চুপি চুপি কার গলা শোনা যায়?
যেন রে নীরবতা হইয়াছে মুখরা,
যেন রে মুখরতা ডুবিতেছে নীরবে—
আজি কি সুখ হায়, গলে ফাঁস বাঁধিয়া
শরণ লইয়াছে বিরহের বিভবে?
কে বা সে কায়াহীন ছায়াহীন উদাসী?
উঠেছে কা'র হিয়া বিলাপিয়া উছাসি'?
সুখের স্বপনের তপনেতে তাপিত,
কঠিন সরমের শাসনেতে ত্রাসিত
করে কার হিয়া বিলাপিয়া হায়-হায়?
আজি নদীতীরে ধীরে ধীরে কে সে গায়?

জ্যোৎস্না-নিশি

জোছনায় ভরা ধরা   কি মধু-যামিনীআজি !
হের ও তমালতলে   মোহন মালিকা গলে
রাজিছেন শ্যামচন্দ্র   অপূর্ব্ব শোভায় সাজি' ।
চারিধারে পরী-সখী   করে তাঁর কর রাখি'—
নীরদে ঘিরেছে যেন   দামিনী-লতিকা-রাজি !
কি সুখে পূরিত ধরা   কি মধু-যামিনী আজি !

তমাল-তরুর তলে   বহিছে যমুনা ধারা—
ট'লে ট'লে চলে' যায়,   নূপুর বাজিছে পা'য়,
জ্যোৎস্না-মদিরা-পানে   হইয়ে পাগল পারা !
শ্যামের কুহকী বাঁশী   কুহরি' উঠিছে হাসি'—
দিগন্তের শ্যাম প্রান্তে   উঠিছে ছুটিছে বাজি' !
কি সুখে পূরিত ধরা   কি মধু-যামিনী আজি !

শোক

আমারে যেওনা ফেলে আমারে নিয়ে যাও,
করুণায় আঁখি মেলি' বারেক ফিরে চাও।
জীবন-উষাকালে তোমরা সবে মিলে'
পরাণে গড়েছিলে মধুর সুখ-ঠাঁই।
হৃদয়ে দূর-বোধ, অসীম অবরোধ
দেছিলে ভাসাইয়ে উদার প্রেমে ছায়ি'।

হৃদয়-উপবনে বহিত সুখশ্বাস,
সুখের সমীরণে আশার তরুগুলি
নাচিত দুলি' দুলি', ফুটিত বারমাস।
অসীম পৃথিবী এ আমারি হ'ত বোধ,
ছোট দু'বাহু দিয়ে ধরিয়া ধরাখানি
যেন রে করেছিনু সবটুকু অবরোধ।
তুষিতে মোরে যেন ফুটিত যত ফুল,
আমারি তরে যেন বনরাণী বিয়াকুল
সোহাগে বেঁধে দিত লতিকার এলোচুল।
তখন হাসি ছিল, হাসিতে জানিতাম,
পরের ব্যথা দেখে কাঁদিতে পারিতাম।
ব্যথিত হ'লে প্রাণে, সরল অভিমানে
তোমার কাছে এসে দু'জনে কাঁদিতাম।
কোথা সে ছেলেবেলা, কোথা সে ছেলেখেলা,
প্রাণের সে হাসাহাসি, প্রণয়ের প্রতিদান!
অচেনা দেশে হায়, সকলে ভুলে' যায়,
শৈশব-স্মৃতিটুকু—তাহাও অবসান!

সান্ত্বনা

সে যদি না চাহিল আমারে, তোরাও কি চা'বিনি আমায় ?
চাঁদ-মুখ তোদের হেরিলে শান্তি আসে ব্যাকুল হিয়ায়।
কচি কচি তোদের আননে আধ' আধ' তোদের ভাষায়
হেরি আমি রবি-বিভা, কাণে মোর সুধা বরষায় ;—
আয় চাঁদ, কাছে তোরা আয়, হিয়ার নিকটে আয় আয় !

সে না হয় না বাসিল ভালো, তোরা তো আমারে ভালবাস্,
কোলে বোস্, মুখর গুঞ্জনে রচে' ফেল্ বসন্ত-আবাস।
যে চাহে বারেক দেখে যা'ক্, মরিনি কাহারও উপেক্ষায়,
মঞ্জরিত নবীন বল্লরী নবীন সরস বরিষায়।
তবে তোরা আয়, কাছে আয়, হিয়ার নিকটে আয় আয় !

দশভুজা

এস মা ভাস্কর-তেজে মহিমার অপূর্ব্ব ছটায়,
উজ্জ্বল-কিরণ-স্পর্শে অনুপ্রাণিত হোক প্রাণ,
রাজরাজেশ্বরী-বেশে এস মা গো গৌরব-লীলায়,
সৌন্দর্য্য-প্রভাবে আজি দুঃখ-নিশা হোক অবসান।
অশুভহারিণী এস, বিজয়িনী, দনুজদলনী,
সিংহারূঢ়া, অসি-করা, সন্তানে কর মা বলীয়ান্;
বিশ্ববিমোহিনী-বেশে এস মা গো. কনক নলিনী,
করুক ভকত-হিয়া গুঞ্জরিয়া চরণ আঘ্রাণ।
বিতরি' উদার হস্তে জ্ঞান, পুণ্য, বিজয়, সম্পদ্,
প্রসারিত দশভুজ অনন্তের দশদিশি ভায়;
গণপতি, সরস্বতী বন্দে মাতঃ পদ-কোকনদ,
বিজিত বিজয়ী স্কন্দ, চঞ্চলা ইন্দিরা বাঁধা পায়।
দাও মাগো জ্ঞানচক্ষুঃ—পারি যেন করিবারে পূজা
তোমার অনন্তমূর্ত্তি—দিগন্তব্যাপিনী দশভুজা।

কোন্ পথে?

কোথা লয়ে যাও মোরে? শ্রান্ত আমি, চোখে আসে ঘুম,
চলেছি অচেনা পথে চিরদিন তোমারই সঙ্কেতে—
লুব্ধ মোরে দেখায়েছ ঝক্‌মকে অপূর্ব্ব কুঙ্কুম,
চূর্ণ ইন্দ্রচাপে পূর্ণ প্রজাপতি কুসুম-অঙ্কেতে—
চঞ্চলিয়া ছুটিয়াছি তারি পানে সারাদিনমান।
জানি নাই আলেয়া সে খেলাঘরে বনরাণীদের,
চিনি নাই পরীদের ফুলে-গড়া আলোক-বিমান,
ব্যর্থ আমি ধাইয়াছি কুঞ্জে কুঞ্জে বন-পাদপের।
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া দিলে স্বপ্নময় বাল্য-খেলাঘর,
মুহূর্ত্তে কামাখ্যাপুরী নেত্রপটে করিলে প্রকাশ;—
মোহিনীর আকর্ষণ, প্রাণপূর্ণ শিশুর আদর,
মহামানবের প্রেম, ব্যাপ্তি যার অনন্ত আকাশ।
আনিয়া অনন্ত-তীরে হেলাইয়া বিদ্যুৎ-তর্জ্জনী
গম্ভীর অম্বরে আজি কোন্ পথ নির্দ্দেশিছ ধনি?

হাসি

তুমি কি সঞ্জীব-সুধা, প্রকৃতির প্রাণ,—
পৃথিবী ভরিয়ে দাও শ্যামলে শ্যামলে ?
তুমি কি উচ্ছ্বাস-ভরা বসন্ত-আহ্বান
জগৎ কূজিত কর কোকিলে-কোকিলে ?
তুমি কি অরূপ হর্ষ স্বরূপ হইয়ে
কুসুম-স্তবকে ফুট তরু-লতিকায় ?
তুমি কি চিত্তের সুখ হৃদে মুকুলিয়ে
বাঁধা থাক যুবতীর যৌবন-সীমায় ?
যৌবনের দীপ্তি, শোভা, কোমলতা নিয়ে,
ঢালিয়া তাহাতে পূর্ণ চন্দ্রের চন্দ্রিমা,
অরুণের পাখা হ'তে কিরণ হরিয়ে
কে রচেছে অপার্থিব হেন মধুরিমা ?—
রূপের ঝলকে গেছে আনন ভরিয়ে—
ও সুধা-হাসির তব কোথা আছে সীমা !

তরুণীর হাসি

তুমিই তারার আলো নীল স্বচ্ছ গগনের গায়,
তুমিই লতায় ঢাকা মুকুলিত-কুসুম-বিকাশ,
সরল সঙ্কোচ তুমি, পল্লবিত লাজুক লতায়,
তুমিই বালার্ক-ছটা—নিশা-শেষে ঊষার প্রকাশ,
সিঁথিতে সিন্দুর তুমি, তারকিত রক্তিম লীলায়,
সফেন তরঙ্গ তুমি—নদীবক্ষে প্রীতির উচ্ছ্বাস,
তুমিই কনক-ইন্দু,– নীল সিন্ধু রূপে উছলায় ;
তুমিই সলিলে স্নাতা নলিনীর লোহিত আভাস।
আশৈশব প্রকৃতির মনোহারী রূপ-বৃন্দাবনে
দীক্ষিত পূজারী আমি চিনিয়াছি তোমারে মোহিনি,
জানি আমি কোন্ ভাষে গুঞ্জে অলি কুঞ্জ-নিকেতনে,
জানি গো অধরে কার অন্তঃপুরে স্ফুরিছে সোহিনী।
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-হ্রদে ডুবাইয়া কনক-তুলিকা,
শ্যামল-লতিকা কোলে কে আঁকিল বিমল যুথিকা!

প্রিয়ার হাসি

কমলার ঝাঁপি হ'তে স্পর্শমণি হরে'
কে সাজা'ল প্রিয়ামুখ সোণায় সোণায়!
কোন্ জলকন্যা ভাসি' রূপের সায়রে
তরঙ্গে করিছে কেলি অধর-সীমায়!
কোন গন্ধী খুলে' গেছে রূপের কারাবা—
সৌন্দর্য্য-সৌরভে হ'ল বিশ্ব ভরপূর!
কোন যাদুকর আনি' লাবণ্যের আভা
রচিল কামাখ্যা-পুরী রতনে প্রচুর!
নীলাভ আকাশ হ'তে ঝরে স্নেহ-ধারা,
ঝরে কামিনীর স্নিগ্ধ পল্লব কোমল,
ঝরে শেফালির শুভ্র প্রেম-উপহার—
রূপে গন্ধে ভরে' যায় যামিনী-অঞ্চল ;—
লাগে কি তোমার কাছে কোন' রূপরাশি,
অধরের বৃন্তে যবে ফুটে' উঠে হাসি?

শিশুর হাসি

হেরিয়াছি মুগ্ধ-নেত্রে যুবতীর হাসি,
লাজ-নম্র প্রফুল্লতা বঙ্গীয় বধূর,—
কনক-অঙ্কিত চারু শেফালির রাশি,
শ্রীঅধরে সুধা ক্ষরে মধুরে মধুর !
দেখেছি অপূর্ব্ব দৃশ্য দোল-পূর্ণিমায়—
হিন্দোলায় আন্দোলিত হাসির হিল্লোল,
উঠিছে পড়িছে হাসি কি তরঙ্গ-রোল !—
চন্দ্রে চন্দ্রে গড়াগড়ি গগনের গায় !
আমি কিন্তু ভালবাসি তরুণ অধরে
অরুণাক্ত হরষের দুরন্ত উচ্ছ্বাস—
তমসায় বন্যা ছোটে, দলে দলে ঝরে
যামিনী-অঞ্চলে শুভ্র-কামিনী-বিকাশ !
সজীব এ গীতিকাব্য—কোথায় তুলনা ?
শিল্পী বিধাতার এ যে অপূর্ব্ব খেলনা !

প্রৌঢ়ার হাসি

গিয়াছে সেদিন, যবে চোরের মতন
    হাসি আসি' দেখা দিত অধর-দুয়ারে,
আপন হরষে হ'ত সঙ্কোচ কেমন,
    লুকাতে কনক-কণা বসনের আড়ে।
গিয়াছে সেদিন আজি,—রূপ-বৃন্দাবনে
    দোল পূর্ণিমার রাত্রি, দুলিছে হিন্দোল!
কি উৎসব! হৃদয়ের কেলি-কুঞ্জ-বনে
    বহিছে বিপুল গর্ব্বে বাসন্তী হিল্লোল!
অঙ্গে অঙ্গে যমুনার রঙ্গীন্ সোহাগ,
    কূলে কূলে টলমল আবীরে কুঙ্কুমে—
কি দুরন্ত হর্ষ-স্রোত! কিবা অনুরাগ
    ভাতিছে অধর-বৃন্তে অশোক-কুসুমে!
ফুটন্ত-কামিনী-আস্যে কি হাস্য উছলে!
    খুলে' খুলে' পড়ে ঝরে' যামিনী-অঞ্চলে!

বৃদ্ধার হাসি

বিষাদিনি ! দেখিতেছ এ কোন্ স্বপন !
চারিদিকে অন্ধকার বরিষার রাতি,
ভেদিয়া মেঘের স্তর চাঁদের কিরণ
মাঝে মাঝে দেখা দেয়, গোধূলির ভাতি
কভু বা উজলে আসি' পশ্চিম গগন ;
ভগ্ন মন্দিরের মাঝে জ্বলে ক্ষীণ বাতি—
যথায় ধুতুরা গলে তপসে মগন
বিশ্বনাথ, ভস্ম মাখি', ভূমি-শয্যা পাতি' !
অনন্তের উপকূলে রয়েছ দাঁড়ায়ে—
কি করুণ আলো-ছায়া অঙ্কিত অধরে !
হেমন্ত-তুষার যেন হিমাদ্রির গায়ে !
বরিষায় রৌদ্র যেন, রৌদ্রে বৃষ্টি ঝরে !
বিধবা-অধরে যথা তাম্বূলের রাগ,
কি করুণ অভিনয়—শ্মশানে সোহাগ !

মলিন হাসি

চাহ যবে বরাননি, অরুণ লোচনে,
ভ্রূযুগ আকুঞ্চি' রোষে, তা'ও প্রাণে সয়—
গগনে গরজে ঘন জীমূত সঘনে,
চমকে চপলা, যেন ঘটিবে প্রলয়!
অলক্তাক্ত অরুণের কিরণ হরিয়ে
আরক্ত মু'খানি হ'ল রাগে লালে লাল;
যেন রে দুরন্ত শিশু অকালে মাতিয়ে
উড়াল হোলির ধূমে আবীর, গুলাল!
কোপিনি, তুহার কাছে চিরকাল হারি;
কিন্তু রে মলিন হাসি, কি ঘোর কাহিনী
কহিছে ও শুষ্কাধর হৃদয় বিদারি'!
স্ফুরিছে শ্মশানে যেন সাহানা রাগিণী!
দিগন্ত ব্যাপিয়া আছে ঘন মেঘরাশি,
তার মাঝে চন্দ্রালোক,—কি উদাস হাসি!

ঘোমটা-খোলা

ঘোমটা গিয়াছে সরে', এত লাজ তা'য়—
মু'খানি দেখাতে বালা এতই নারাজ !
বায়ু দেখ, অপ্রতিভ মুখ পানে চায়,—
বিস্ময়-বিহ্বল ভাবে করেছি কি কাজ !
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-হ্রদ মথিয়া মথিয়া
তুলিল এ রূপরাশি কোন্ যাদুকর ?
ছুটিছে সলিল-রাশি দু'কূল প্লাবিয়া,
বহিছে শোভার স্রোতে রূপের নির্ঝর।
কোন দোল-পূর্ণিমার আবীরে, আমরি !
আনন মণ্ডিত হ'ল লোহিতে লোহিতে ?
কোন বাসন্তীব স্পর্শ-পুলকে শিহরি'
ফুটিল অশোক পুষ্প গুচ্ছে আচম্বিতে ?
বৃথা ও ঘোমটা-টানা, বসন-সীমায়
এ রূপ-ফোয়ারা কভু রুদ্ধ করা যায় ?

মুক্তকেশী

বেণীর-বন্ধন-মুক্ত কৃষ্ণ-কেশ-রাশি
লহরে লহরে আহা পড়েছে ছড়ায়ে !
গুচ্ছে গুচ্ছে তরঙ্গিত আনন্দে উচ্ছ্বাসি'
প্রিয়া-চারু-কটিদেশ রয়েছে জড়ায়ে।
পরশ-পুলক-স্পর্শে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
কেহ বা চুম্বিছে আসি' কপোল-সীমায়,
কুসুমিত হৃদে কেহ রয়েছে ব্যাপিয়া
"উদ্বেলিত বাসনার তীব্র পিপাসায়" ;—
পেয়েছে ফণিনী-দল সুধার আস্বাদ,
ঘিরিয়াছে শত শিরে ও চন্দ্রবদন,—
কি উল্লাস ! কি উচ্ছ্বাস ! কি তীব্র আহ্লাদ
অচেতন তব স্পর্শে লভে কি চেতন ?
সম্বর সম্বর বেণী ! হাসে শতদল
সরসীতে ! ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপ পাগল !

'চোখ গেল'

এতই রূপের তেজ, চোখ গেল তোর !
নীল চশমায় পাখি, ঢাক' রে নয়ন ;
বসুন্ধরা রূপে ভরা নাহি তার ওর,
জুড়ে আছে মহাঠাট পৃথিবী গগন।
সীমাহীন মহাশূন্য ধরি' নিজ মাথে
ঝলকিছে শত গিরি তুষার-ধবল,
অনন্ত চির-মুকুরে—তরঙ্গ প্রপাতে,
পুষ্প-ফলে, পক্ষী-গলে সৌন্দর্য্য তরল
ঝরিছে,—অপূর্ব্ব ঝারা দিবসে নিশীথে !
স্বর্ণ-ইন্দু-সীমন্তিনী যামিনী-শোভায়,
ঊষার ভূষায়, দীপ্ত রবির প্রভায়,
শিশু-আস্যে, সম্মোহন রমণী-হাসিতে
ঝরিছে রূপের বহ্নি, মদন-দহন !—
সে অনলে ঢাক' পাখি, ঢাক' রে নয়ন !

নিরাভরণা

কাঞ্চন ভূষণ আসি' কহে যোড়হাতে,—
হে রূপসি ! তব অঙ্গে দাও মোরে স্থান ;
তোমার রূপের দীপ্ত-কিরণ-সম্পাতে
মোরাও উঠিব হেসে, আমাদের মান
তোমারি করুণা শুধু। কুসুমের গায়
উঠে না কি প্রজাপতি ? নক্ষত্র-বিভাস
হয় কি কুন্তলচ্যুত লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় ?
সঙ্গত ছাড়ে কি কভু সঙ্গীত উচ্ছ্বাস ?
এত গর্ব্ব নাহি রাখি, যাহে ভাবি মনে,
আমরাই রূপ-স্রষ্টা, প্রাণ-সঞ্চারিণী
মায়াবী সোণার কাঠি। রতন-ভূষণে
তুমিই সজীব কর হে বিশ্বমোহিনি !
তুমি যবে নগ্নদেহে দাঁড়াও আসিয়া—
মূর্চ্ছিত কাঞ্চন থাকে ধূলায় লুটিয়া !

অয়স-বন্ধন

শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার চমকে শিহরি',—
রূপরাজ্যে দস্যু আসি' বুঝি সিঁধ কাটে!
তুমি কি গো বিজয়িনী রয়েছ প্রহরী,
অয়স্-শিকল সম রূপের কবাটে?
আলোকের খর কর না ধাঁধে নয়নে,—
তুমি কি শশীতে তাই মসীর কালিমা?
চয়ণিত কুসুমের হসিত শয়নে
কোন্ মুগ্ধ অলি তুমি, মায়ার মহিমা?
আকাশ সমুদ্র যেথা মিলিছে আসিয়া
তুমি কি সে ছায়া-রেখা অনন্ত মিলনে?
লক্ষ্যহীন দুটি প্রাণ টানিয়া আনিয়া
বাঁধিয়াছ কর্ত্তব্যের অয়স-বন্ধনে?
ত্যজিয়া শ্যামল ছায়া বন-বিহঙ্গিনী
মায়ার পিঞ্জরে আসি' হয়েছে বন্দিনী।

সিন্দূর

নহে ও সিন্দুর-বিন্দু! স্বামীর সোহাগ
হর্ষে রাঙ্গা ফুটিয়াছে সীমন্ত উজলি'।
কোথায় অনলে দীপ্ত কনকের রাগ,
নীরদ-অলকে কোথা চপল বিজলি!
কোথায় লালের উৎস, রঙের ফোয়ারা
শ্যামকুঞ্জে কূলে কূলে দোল-পূর্ণিমায়!
হিঙ্গুলে শ্যামলে কোথা সৌন্দর্য্যের ধারা,
অস্তগামী দিনেশের সায়াহ্ন-শয্যায়!
পুলকে শিহরি' যথা বরিষার নীরে
ফুটে জলে শতদল পলকে পলকে,—
লাবণ্যের দীপপুঞ্জ! চিত্রকূটশিরে
চৈত্রে যথা ফুল হাসে ঝলকে ঝলকে,—
কি সৌন্দর্য্য! দেখ, দেখ, স্বর্ণ ইন্দু ভায়
গিরিশৃঙ্গে, রূপসিন্ধু হর্ষে উছলায়।

মানিনী

লাবণ্যের তরঙ্গিনী কূলে কূলে কূলে
শ্রীঅঙ্গে নাচিতেছিল, আকুলি' দুকূলে ;
নীল স্বচ্ছ নয়নের স্থির তারকায়,
হসিত নিবিড় রক্ত অধর-সীমায়,
তরঙ্গিত অলকের মুক্ত অলকায়,
কুসুমিত হৃদয়ের মৃদু হিন্দোলায়,
চারু হাসে, মধু ভাষে, জ্যোৎস্না ও ফুলে
শ্রীঅঙ্গে পড়িতেছিল লাবণ্য উথুলে',—
এ ত' সখি বেশ ছিল ! অমৃতে গরল
কেন হায় ঢেলে দিলে ? অনল তরল
মণ্ডিল কে ঊষাভালে ? রূপ-পদ্মা জুড়ে'
এ কি ঝড় ! এ কি দ্বন্দ্ব কঠোরে মধুরে !
মানময়ি, রূপহ্রদে এ কোন ঝটিকা ?
সজীব গীতগোবিন্দ—এ কি প্রহেলিকা !

তরুণী

আমি বড় ভালবাসি তরুণীর কোলে
দুরন্ত দাম্বাল ছেলে, রোদনে আকুল ;—
কভু বা বসন টানি' মুখ দেয় খুলে',
মুক্ত করে' দেয় বন্দী কবরীর চুল !
কূল ভাঙ্গি' রূপবন্যা লহরে লহরে
প্লাবিয়া দেহের বাঁধ বহিছে উছলি'—
ছেলে কোলে সুকুমারী সামালিতে নারে,
অঙ্গের বাঁধন যেন পড়ে খুলি' খুলি'।
সহসা নীরদ-মুক্ত পূর্ণ শশীকলা
নগন সৌন্দর্য্যে হাসে বিশ্ব মাতাইয়া !
কুসুম-স্তবক-ভারে লতিকা বিকলা
ধরণীর পানে যেন পড়ে নোয়াইয়া !
মাথা দোলে, বক্ষ দোলে, দোলে চারু কটি,
কাঁপে চারু আঁখিতারা—আশার দেউটি !

নিদাঘে

সুনীল গগন হ'তে খসিলে তপন
হাসে কি ধরার মুখ দীপ-দরশনে ?
একবার গেলে রূপ,—ছলিলে যৌবন,
আর কি ফিরিয়া আসে রতন-ভূষণে ?
তবে কেন কুহকিনি, বৃথা আকিঞ্চন
সোণার মোহন হারে সাজিতে মোহিনী ?
মুকুরে হেরিতে পুনঃ রূপের স্বপন,
ফিরাতে কালের গতি, রোধিতে তটিনী ?
সুকুমার শিশুটিকে তুলে' লও কোলে,
কপোল রাঙ্গিয়া দাও নিবিড় চুম্বনে,
অধর মণ্ডিত কর সোহাগ তরলে,
সংসার প্লাবিত কর স্নেহের কিরণে ;—
জীবন-নিকুঞ্জে হ'বে বসন্ত-সঞ্চার,
কূলে কূলে উথলিবে রূপের জোয়ার।

স্নান-করা

সে দিন কি মনে পড়ে প্রেয়সি আমার ?
গুপ্ত চাবি দিয়ে হৃদি-খিড়কির-দ্বার
খুলে দিলে,—নগ্ন আত্মা উল্লাসে কাঁপিয়া
প্রেম-সরোবরে তব পড়িল ঝাঁপিয়া।
শত মন্দাকিনী হ'তে পূতবারিধার
মর্ম্মে মর্ম্মে পরশিল, আত্মাতে আত্মাতে !
প্রথম মিলন-ভীতি ! তুমি কর্ণধার
জ্যোৎস্না-বিধৌত সেই পূর্ণিমার রাতে !
'নয়নে অনল আর অধরে গরল'
কোথা ফেলে এসেছিলে সেই শুভদিনে ?
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের অমৃত তরল
সিঞ্চিয়া দেবতা করি' বরিলে অধীনে !
প্রয়াগ-সঙ্গম এযে !—আতুর হৃদয়
অবগাহি' ঝলকিছে একি পুণ্যময় !

রুদ্ধ অশ্রু

( )

যদি সখি, একবার আগ্নেয় ভূধরে
লুক্কায়িত বহ্নিরাশি ভস্ম-আবরণ
সরাইয়া উঠে ফুটি' জ্বলন্ত নির্ঝরে,
কেমনে বাঁধিবে সেই প্রমত্ত বারণ ?
যদি সখি, একবার শ্রাবণ-জোয়ার
বিজলি-বন্ধন ভাঙ্গি', উঠে লো উছলি,
ভেসে যাবে নদী, নদ, গিরি, বনস্থলী,—
কি দিয়া রুধিবে সেই স্ফীত বারিধার ?
যদি সখি, একবার লাজ-বাঁধ টুটে'
মরম-নির্ঝর হ'তে অশ্রু উথলিয়া
ছুটে গো উদ্দাম স্রোতে দু'কূল প্লাবিয়া,
রুদ্ধ কি হইবে তাহা অঞ্চলের খুঁটে ?
পল্লব করেছে সিক্ত ক্ষুদ্র অশ্রুকণা,
কিন্তু তার পাছে আছে অনন্ত ঝরণা !

রুদ্ধ অশ্রু

(২)

ও যে অঞ্চলের নিধি, বাঁধা থাক্ খুঁটে—
কৃপণের ধন আহা, ঢাক সযতনে !
চারিদিকে দস্যু-ভয় ? এ ভীষণ বনে
অনিবার চারিধারে হাহাকার উঠে ;
লুকাও লুকাও সখি, লাজ-আবরণে,
কিম্বা বাঁধ' অভিমান-কঠিন-বন্ধনে ;
কেতকী রক্ষিত হয় কণ্টক-বেষ্টনে,
কোরকে পশিলে কীট লুকায় গোপনে।
যে অশ্রু দিয়াছে দেখা নয়নের তীরে
লাজ-ঘোমটায় সখি, রাখ লো আবরি' ;
কঠোর বিদ্রূপ-আঁখি চারিদিকে ফিরে'—
থাক সখি, শুষ্কনেত্রে হৃদয়ে বিদরি'।
সংসার-শাসন-রাজ্যে এই তো বিধান—
অশ্রুহীন আঁখি, হৃদে আমূল কৃপাণ !

ভিত্তিতে সিন্দূরবিন্দু

ধূলিময়, কালীময়, জনশূন্য ঘরে
ভিত্তিতে ঝকিছে ভাতি—সিন্দুরের দাগ ;
কোন্ বিপত্নীক হেথা প্রিয়ামুখ স্মরে'
এঁকেছে দাম্পত্য স্মৃতি রক্তিম সোহাগ ?
মুছিয়া ভালের ফোঁটা, অনল-অক্ষরে
লিখেছে বৈধব্য-গাথা কোন্ অভাগিনী ?
গৃহ ছাড়ি' সতীত্বেরে বলিদান করে'
লিখেছে কে রক্ত-বর্ণে কলঙ্ক-কাহিনী ?
চমৎকার ইন্দ্রজাল—একি ভোজবাজি !
শূন্য গৃহে মুখরিত একি কলধ্বনি !
ফুটিছে সিন্দুরে শত সোহাগের সাজি—
কভু অশ্রু, অভিমান,—প্রেমের নিক্কণি !
কভু মেঘ-গরজন, কভু হাসে শশী !
কি অপূর্ব্ব দৃশ্যপট—মায়ার আরশি !

ছিন্নবস্ত্রাবৃত শিশু

কে তোর হরিবে মান প্রকৃতি-দুলাল ?
ছিন্নবস্ত্রে ধূলি মেখে নাচ তুই নাচ !
তোর স্পর্শে ধূলা হয় আবীর-গুলাল,
রে নট ! তুহার কাছে শিখী পায় লাজ !
দুরন্ত হরষে পূর্ণ অর্থহীন ভাষা—
আদিম কবির একি মুখর গুঞ্জন !
ত্রাসহীন স্বাধীনতা ! আকুঞ্চিয়া নাসা
করুক সমালোচক তাণ্ডব নর্ত্তন।
আশৈশব মুগ্ধ নেত্রে হেরিয়াছি আমি
সশৈবাল সরসীতে কনক-কমল—
লাবণ্যের দীপপুঞ্জ,—রবি অস্তগামী
বিচ্ছুরিছে মেঘ-ছিদ্রে অনল তরল।
ভেদিয়া পল্লব ছিন্ন হাসিছে মুকুল
নগ্নরূপ—ভগ্ন খণ্ড জোনাকীর কুল !

গুম্ফাষ্টক

(১)

শ্রীমুখের তাজ তুই, রূপের মুকুল,—
রে গোঁফ, গোলাপ তুই, আমি বুলবুল!
ভারতীর স্বর্ণ-বীণা বাজে নাহি বাজে,
কবি-কুঞ্জে গুঞ্জরণ নহে তোর লাগি;
অনাদৃত, জাতিচ্যুত সাহিত্যিক মাঝে,—
নববঙ্গে তোর প্রতি সকলে বিরাগী।
নাসিকার বৈতালিক অলিতে গলিতে
অধরের নথরের শত পুরোহিত;
যুগ্মভুরু মূর্দ্ধজের মহিমার গীতে
বিগলিত পদধারা ঝরে সুললিত;
শিকারী মার্জ্জার হায়, হয় না বঞ্চিত,
কাহারো কবিত্ব-স্রোত মেষপুচ্ছে ভাসে,
তোরি ভাগ্যে থাকে তোলা কৌতুক সঞ্চিত,
নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের বাণ, যদি বা সম্ভাষে!

(২)

শৈশবের স্বপ্নরাজ্য ঢাকি' অন্তরালে
নীরবে অঙ্কিলে পটে একি যবনিকা!
আহা কি সুন্দর তুলি, কি মোহন তালে
রচিলে যৌবন-নাট্য-অবতরণিকা!
কে না জানে বহুরূপী মকর-কেতনে?—
যৌবরাজ্যে উড়ায়েছে সমর-পতাকা,
ভিন্ন করি' ঘন-নীল আকাশ-তোরণে
বসায়েছে দুই সারি অপূর্ব্ব বলাকা!
যুক্ত কে করিল পুনঃ মহেশের চাপ?
মেঘাসন বাসবের খণ্ডিত মেখলা?
সুপ্ত 'এট্না' উদ্গারিল ধূম্রের প্রতাপ,
করাল কালিকা বেশে প্রকৃতি বিকলা!
কমণ্ডলু-জলে দুটি মদ্গুর নেহারি'
পুলকে আকুল ভোলা মশান-বিহারী!

(৩)

তব লাগি "কত নিশি রচেছি শয়ন"
বিফল বরিষা-রাতে ফুটেছে কামিনী,
আকাঙ্ক্ষার প্রতীক্ষায় 'আকুল নয়ন',
লুণ্ঠিত অঞ্চল সিক্ত সে দীর্ঘ যামিনী!
মিলনের বিরহের ছায়াময় তীরে,
চৈত্র-বৈশাখের সেই অনন্ত মিলনে,
শূন্যনীড়ে ডেকেছে কপোত কপোতীরে—
এস, এস হে বাঞ্ছিত, স্নেহ-আলাপনে
শূন্যেরে করিতে পূর্ণ, দিয়ে আচ্ছাদন
বারিতে নগ্নের লজ্জা, মরু সাহারায়
চিত্রি' চারু 'ওয়েসিস্', রচিয়ে নন্দন,
বিচিত্র কেলুর সারি হিমাদ্রির গায়;—
বাজিবে মঙ্গল-শঙ্খ, পাখী দিবে শিশ,
অধর-শিখরে যবে উঠিবে উষ্ণীষ!

(৪)

নরসুন্দরের কত-ধরেছি চরণ—
এ মরুতে কীর্ত্তিমান্ তুমিই কৃষাণ,
'হারলীন্' 'হেজেলীন্' ডজন-ডজন
রহিয়াছে যেই ক্ষেত্রে সিঞ্চিয়া বিধান
তব দরশন-প্রার্থী আয়ত মুকুরে
দেখিতাম সঙ্গোপনে তোমার স্বপন—
মানসবীক্ষণ-যন্ত্রে দূর পরীপুরে
নিমেষে দেখা'তে তুমি নন্দন-ভবন!
দূরে যেত অপমান, শৈশব-লাঞ্ছনা,
প্রবীণ-গাম্ভীর্য্য-ভীতি হ'ত অপসার,
ক্ষণিক দর্শনে তব, যৌবন-বাঞ্ছনা!
অর্গলিত পাঠশালা-কলেজ-দুয়ার,
ছায়ালোকে ঝলকিত শ্বশুর-ভবন,—
তুমি তার সিংহদ্বার, ভ্রমর-কেতন!

(৫)

কভু তুমি নবশ্যাম দূর্ব্বার মতন
দেখা দাও শৈলশিরে পেলব কোমল ;
সৈনিক-লীলায় চড়ি' বিজয়-তোরণ,
মঞ্চে কভু লাউ সম কর দলমল।
রুষ্ট সজারুর মত কণ্টক ফুলা'য়ে
ব্যাপ্ত কর রাষ্ট্রে কভু শত অক্ষৌহিনী ;
কভু দেবি, গুচ্ছে-গুচ্ছে স্তবক ঝুলা'য়ে
লহরে লহরে এস মকর-বাহিনী।
কভু তুমি পাঁজা-রূপী পিঙ্গলবরণ,
কভু বা উষার রাঙ্গা ওড়নার প্রায়,
কভু যুগ্ম-চিমনির ধূম-উদ্গীরণ,
কভু নীল স্বচ্ছ আভা অপরাজিতায় !
রজ্জু নহ, লৌহ নহ, তব হিন্দোলায়
বিশ্বের রমণী দোলে প্রমোদ লীলায় !

(৬)

তুমি নহ শুক সম আজন্ম-সন্ন্যাসী,
তবু দীর্ঘ জটাজুট, বল্কল ভূষণ ;
মরেছে কি সখী-প্রেমে সঙ্কুচিত হাসি ?
তার কি ঘোমটা তুমি লজ্জা-আবরণ ?
প্রকৃতি তোমার তরে যে গণ্ডী রচিল,
সেই সীমাবদ্ধ কি গো থাক নিরন্তর ?
তুমি রাজ-চক্রবর্ত্তী, সে তো না বুঝিল,
রাজ্য-সীমা বিস্তারিতে সতত তৎপর।
কভু তুমি কৃপাবান—জীবন-সন্ধ্যায়
শরদভ্র-শুভ্র-ভাতি বিতর মহীতে,
কভু তুমি ফণা তোলো ভীষণ লীলায়—
হে অহি, তোমার বিষ কে পারে সহিতে ?
অরুণ-অধরা যবে তরুণীরা চুমে,
নাহি কি লহরী আসি' পড়ে বেলাভূমে ?

(৭)

তুমি জড় অচেতন ? তব তারে তারে—
অগণিত তব গত শিরায় শিরায়,
নাহি কি জীবন-স্পন্দ ? কৃষ্ণমেঘভারে
ছুটে না অনল-উৎস বিজলী-বিভায় ?
তবে কেন ব্রজাঙ্গনা শিহরে তরাসে,
নেহারি' গাম্ভীর্য্যে স্ফীত ও শ্যাম বদন ?
কালিন্দী আকুল হয়, যেন নাগপাশে—
কুঞ্জে হেরি' দৃপ্ত করী মদনমোহন ?
তুমি জড় অচেতন ? দ্রবি' করুণায়
আষাঢ়ের মেঘ সম উদিলে শিখরে,
উল্লাসে শিখিনী নাচে দোহদ-লীলায়
প্রমোদ-বাসর-বাতি জ্বলে ঘরে ঘরে।
প্রেমপরায়ণা সতী আকর্ষি' তোমায়
পরশ-হরষে কিবা ভালুক নাচায় !

(৮)

কাঠুরিয়া লয়ে করে কঠিন কুঠার
এল বুঝি কেলুকুঞ্জে—হও সাবধান !
শ্যামল সৌন্দর্য্য অস্ত অচিরে এবার,
নিশ্চিহ্ন করিবে বুঝি সাধের বাগান !
হে অধর-মধুকর, চুম্বন-লোলুপ,
প্রেম-দ্বন্দ্বী ভাবি' ও'রে এতই কঠোর !
ও'তো নহে অসিধারাব্রতী, কামরূপ,
ও'রে কেন আরক্তিম রুদ্রতেজ তোর ?
কোন্ জামদগ্ন্য পুনঃ নামিল মহীতে ?—
ঝকিছে পরশু-বিভা, চমকে দামিনী !
লতা কাঁপে, ফুল ঝরে, কে পারে কহিতে
ক্ষুরের কি খর গতি, কাঁপিছে কামিনী ;—
প্রতীচ্যে ভীষণ রঙ্গে নাচিছে বিশাখা,
অস্ত হায় শ্যামরেখা, হেরি' বিভীষিকা।

নিশান্তে

আছিল আঁধার রাত্রি ঘুমাইয়া অনন্ত শয্যায়,
শিহরিল স্বপ্নঘোরে নেহারিয়া বিচিত্র স্বপন,—
আঁধারের আয়ু শেষ! পূর্ব্বাঙ্গনে আকাশের গায়
তরুণ-অরুণ-দীপ্তি!—তমো নাশি' উজ্জ্বল তপন
মন্ত্রপূত ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে নামিল আসরে,
অগ্নিময় শরজালে ঢাকিয়া ফেলিল দশদিশি।
জাগিয়া উঠিল নিশা, মৃত্যু আসি কহিল কাতরে,—
"ঢাক' মোরে পক্ষপুটে, আলোক অসহ্য মোর নিশি",
অনন্ত-আঁধার-ঘেরা পর্ব্বতের অতল গহ্বরে
ঝকিল বিদ্যুৎ-বিভা, সীমাশূন্য আকাশের গায়
উজলিল চন্দ্র-তারা, ঝলকিল সাগর-বিবরে
মাণিক্যের শুভ্রকান্তি, সৌর পিচকারী বিশ্ব ছায়!
হে রাত্রি! সম্বর ত্রাস মহাশূন্যে তোমারি বিস্তার,
জীবনের দুই পারে আছ ব্যাপি' চির অন্ধকার!

বঙ্গলক্ষ্মীর প্রতি

তোমার মাগো করব পূজা বঙ্গ-কুটীর-অঙ্গনেতে,
আলতা ছুঁয়ে শিউরে মাটি উঠবে ফাটি' পদ্মদলে ;
পায়ের ধূলা সিঁদুর হয়ে পড়বে ঝরে' রঙ্গনেতে,
অশোক হ'বে হর্ষে সারা, ভরবে ঝাঁপি পত্রফলে ;
হাসবে কোথাও খোকা-খুকি, ফুটবে কোথাও যূথি জাতি,
বাজবে কোথাও রৌপ্য-তরল শ্রীচরণের গঙ্গাধারা ;
ঠেঁটী-পরা শুক্লাধরা তুলসী তলায় জ্বালবে বাতি,
পূজার ঘরে শঙ্খধ্বনি, বাসর-ঘরে রস-ফোয়ারা।
কৃষাণ ল'য়ে ধানের ঢেরি আঙ্গনেতে আসবে যখন,
হাস্যমুখে হে মা রমা, সিক্ত ললাট মুছিয়ে দিয়ো ;
রৌদ্র সখা, বৃষ্টি সাথী,—যদি তাহার কাঁপে চরণ,
আশা-স্ফাটিক মুখে ধরি' বোলো একবার, 'পিয়ো পিয়ো'।
সেই কুহকে যদি মাগো তোমার কৃষাণ আর না ভুলে,
রুগ্ন-পাংশু খোকাটীকে তখন কোলে দিয়ো তুলে'।

হিন্দোলা

হেরিয়াছি তোমা সখি, সুনীল অম্বরে,—
চঞ্চল অঞ্চল ওড়ে মেঘের হিন্দোলে,
দোদুল কুন্তল হ'তে গজমুক্তা ঝরে,
কাঞ্চী-বাজে, রূপ খেলে বিজলী-অনলে।
মুক্ত হস্তে রূপ-মুষ্টি চৌদিকে বিতরি'
বাঁধ কভু কুঞ্জে কুঞ্জে অপূর্ব্ব ঝুলন ;
লতা নাচে, তরু দোলে, পুলকে শিহরি'
ফুল হাসে, বিশ্ব উঠে করিয়া কূজন!
যখন মানসী বধূ! সুখ-খিন্ন প্রাণে
ভাল আর নাহি লাগে রেশম-শৃঙ্খল
আলস্যের, চাহ কি গো ইন্দ্রের বিমানে?
চন্দ্রে সূর্য্যে পদ চাপি' দুলিবে হিন্দোল?—
পূরবের ছায়ারেখা ঠেকিবে পশ্চিমে,
বিরহ-বিধুর আত্মা মিলিবে অসীমে?